মীন কথিকা

অক্টোবর
২০২১

গাজীপুর জেলার মৎস্য
উন্নয়ন বিষয়ক
নিউজলেটার

মৎস্য অধিদপ্তর, গাজীপুর

মীন কথিকা

গাজীপুর জেলার মৎস্য উন্নয়ন বিষয়ক নিউজলেটার

অক্টোবর সংখ্যা

কনসেপ্ট ও উপদেষ্টা

জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর	সভাপতি
জনাব জান্নাতুন শাহীন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর	সদস্য
জনাব মোঃ আশরাফুল্লাহ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর	সদস্য
জনাব মোঃ সলিমুল্লাহ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (চ.দা.), কালিয়াকৈর, গাজীপুর	সদস্য
জনাব সোহেল রানা, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (এনএটিপি-২), কাপাসিয়া, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

প্রচ্ছদ

জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর

প্রকাশনায়

জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর

মুখবন্ধ

মৎস্য অধিদপ্তর, গাজীপুর এর সকল কর্মকর্তার আন্তরিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রকাশিত জেলার মৎস্য উন্নয়ন বিষয়ক নিউজলেটার "মীন কথিকা" এর সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি ইতোমধ্যে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সেই অনুপ্রেরণা থেকেই অক্টোবর সংখ্যাটি আরো তথ্য-সমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের মান্যবর অতিরিক্ত মহাপরিচালক খঃ মাহবুবুল হক মহোদয়ের পরামর্শক্রমে মাছ চাষের মাধ্যমে যারা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করেছেন সেসব সফল চাষিদের গল্প ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি চাষিদের জন্য সময়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কারিগরি দিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও একীভুতকরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন এনএটিপি-২ প্রকল্পের কাপাসিয়ায় কর্মরত সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জনাব সোহেল রানা। এছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের সকল কর্মকর্তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এ নিউজলেটার প্রকাশে সহায়তা করেছেন। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে তাঁদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতায় এ উদ্ভাবনী সংকলন আরো সমৃদ্ধ ও অংশীজনবান্ধব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
গাজীপুর

সূচিপত্র

গাজীপুরে ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২১ বাস্তবায়িত ১

ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২১ উপলক্ষে চৌরাস্তা মৎস্য আড়তে সচেতনতা সভা.....১

ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান -২০২১ উপলক্ষে বিভিন্ন মাছবাজারে মোবাইল কোর্ট.....১

কাপাসিয়ায় "মা ইলিশ" রক্ষায় প্রচারণা ও বাজার তদারকি...১

শ্রীপুরে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম..... ২

শ্রীপুরে ইলিশ রক্ষায় মোবাইল কোর্ট..... ২

কালীগঞ্জে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ অভিযান-২০২১ বাস্তবায়িত ৩

মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড ৩

ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন ৩

চাষির পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ.....৩

ভিয়েতনামীজ হোয়াইট পাঙ্গাশ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন ৩

তেলাপিয়া মাছের প্রদর্শনী পরিদর্শন ও নমুনায়ন..... ৪

শ্রীপুরে প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন ৪

মৎস্য চাষীদের পরামর্শ প্রদান ও পুকুরের পানি পরীক্ষা ৪

কাপাসিয়ায় পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষা ৫

শ্রীপুরে পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষা..... ৫

কালিয়াকৈরে পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষা..... ৫

শ্রীপুরে বিল নার্সারী স্থাপন ৫

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন-২০১০ বাস্তবায়ন ৫

মৎস্য খাদ্য কারখানা পরিদর্শন ৫

খাদ্য কারখানায় মোবাইল কোর্ট..... ৬

মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন ৬

গাজীপুরে নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর চাষ করায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে একজনকে জরিমানা..... ৬

শ্রীপুরে ইলিশ রক্ষায় মোবাইল কোর্ট..... ৬

পিরানহা মুক্ত কাপাসিয়া বাস্তবায়ন..... ৭

হাট বাজার পরিদর্শন এবং মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ৭

কাপাসিয়ায় ম্যাজিক জাল ধ্বংস করতে মোবাইল কোর্ট..... ৭

মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১১ বাস্তবায়ন.....৮

মৎস্য হ্যাচারি পরিদর্শন.....৮

পোনা অবমুক্তকরণ কর্মকাণ্ড.....৮

গাজীপুর সদর উপজেলায় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ.....৮

মাছ চাষিদের সফলতার গল্প.....৯

সফল চাষি মোঃ মোস্তফা কামাল-এর হাসির উৎস্য-রুপালী মৎস্য ৯

মাছের খামার যান্ত্রিকিকরণের সুফল পেয়েছেন কালিয়াকৈরের মোঃ মোশারফ হোসেন..... ১০

শীতকালীন মাছের পরিচর্যা..... ১২

গাজীপুরে ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২১ বাস্তবায়িত

৪ অক্টোবর হতে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২২ দিন ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২১ উপলক্ষে গাজীপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন মাছ বাজার ও আড়তে ব্যানার টানানো, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করা হয়। সকলকে উক্ত সময়ে মৎস্য সংরক্ষণ আইন মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়।

ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২১ উপলক্ষে চৌরাস্তা মৎস্য আড়তে সচেতনতা সভা

মৎস্য অধিদপ্তর, গাজীপুর এর আয়োজনে ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান- ২০২১ উপলক্ষে গাজীপুর চৌরাস্তা মৎস্য আড়তে মৎস্য ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের সাথে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য অফিসার, গাজীপুর। ৪ অক্টোবর হতে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২২ দিন মৎস্য ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের আড়তে ইলিশ মাছ ক্রয়-বিক্রয় হতে বিরত থাকা, সর্বোপরি মৎস্য সংরক্ষণ আইন মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়। মৎস্য ব্যবসায়ী ও আড়তদাররা উক্ত সময়ে আড়তে ইলিশ মাছ ক্রয়-বিক্রয় হতে বিরত থাকবেন মর্মে কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর সদর, মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান -২০২১ উপলক্ষে বিভিন্ন মাছবাজারে মোবাইল কোর্ট

ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২১ উপলক্ষে গাজীপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন মাছ বাজারে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন গাজীপুর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস. এম সাদিক তানভীর। জয়দেবপুর মাছবাজার ও জোড়পুকুর মাছবাজারে অভিযান পরিচালনাকালে কোন ইলিশ মাছ বা অন্য কোন নিষিদ্ধ মাছ পাওয়া না যাওয়ায়, মৎস্য সংরক্ষণ আইন মেনে চলায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

কাপাসিয়ায় “মা ইলিশ” রক্ষায় প্রচারণা ও বাজার তদারকি

“মা ইলিশ রক্ষা করি, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি করি” এই স্লোগানকে ধারণ করে সারা দেশের ন্যায় কাপাসিয়া উপজেলায় মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২১ বাস্তবায়িত হয়েছে। সে উপলক্ষ্যে গত ০২ অক্টোবর সারা উপজেলাব্যাপী লিফলেট এবং মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণা চালিয়েছে উপজেলা মৎস্য দপ্তর, কাপাসিয়া।

জাতীয় মাছ ইলিশ রক্ষায় মৎস্য অধিদপ্তর জাতির কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই নিষিদ্ধ ঘোষিত ২২ দিন সকাল-দুপুর-রাত

নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে বাজার তদারকি, অভিযান ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ।

উপজেলা মৎস্য টীমের সাথে সার্বক্ষিনিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে সার্বিক সহায়তা করেছে ১১ টি ইউনিয়নের ২২ জন লিফ। এ বছর মৎস্য ব্যবসায়িদের অত্যেন্ত সচেতন মনে হয়েছে।

ইলিশ রক্ষার সার্বিক কর্মকান্ড সমন্বয় করেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ হারুন-অর-রশিদ।

শ্রীপুরে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম

মা ইলিশ রক্ষা অভিযান -২০২১ (৪অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর-২০২১ পর্যন্ত মোট ২২ দিন) এর অংশ হিসেবে শ্রীপুরের বিভিন্ন মাছের বাজার ও আড়তে ব্যানার টানানো, সচেতনতামুলক সভা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

দৈনিক মাতৃভূমির খবর

রেলের লেভেল ক্রসিংগুলোতেই বেশি প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটছে

কুমিল্লার মুরাদনগরে ধর্ষণের মিথ্যা সংবাদ প্রকাশে ওসির প্রতিবাদ

গাজীপুরের শ্রীপুরে মা ইলিশ রক্ষা অভিযান ২০২১

গাজীপুরের শ্রীপুরে মা ইলিশ রক্ষা অভিযান ২০২১

শ্রীপুরে ইলিশ রক্ষায় মোবাইল কোর্ট

গত ৪ অক্টোবর শ্রীপুর উপজেলার বিভিন্ন মাছের আড়ত ও বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। দেশীয় প্রজাতির মাছ ছাড়া কোথাও কোন ইলিশ পাওয়া যায় নি।

এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম মহোদয়, প্রসিকিউটর হিসাবে ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর, সহযোগিতায় ছিলেন শ্রীপুর মডেল থানার পুলিশ-টিম ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। বরমী বাজারের বিভিন্ন মাছের আড়ত ও বাজারে অভিযান চালিয়ে কোথাও কোন ইলিশ পাওয়া যায় নি। শুধু দেশীয় প্রজাতির মাছ। বাজার কমিটি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যথাযথ তদারকি ও নির্দেশনা মেনে চলার জন্য।

কালীগঞ্জে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ অভিযান-২০২১ বাস্তবায়িত

মা ইলিশ রক্ষা পেলে দেশে প্রচুর ইলিশ মেলে এই স্লোগানকে সামনে রেখে সারা দেশের ন্যায় কালীগঞ্জ উপজেলায় ইলিশ সম্পদ সংরক্ষন অভিযান-২০২১ বাস্তবায়িত হয়েছে। সে উপলক্ষ্যে গত ০৪ অক্টোবর হতে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত উপজেলা মৎস্য দপ্তর, কালীগঞ্জ কর্তৃক বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত কর্মকান্ডগুলি হল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার প্রদর্শন, মাইকিং, প্রতি

ইউনিয়নে ব্যানার ও লিফলেটের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা, হাটবাজার পরিদর্শন, মৎস্য জীবিদের সাথে মতবিনিময় উপজেলার জনবহুল স্থানে ইলিশ রক্ষার সুফল সম্পর্কে প্রচারণা ইত্যাদি। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর এর সার্বিক নির্দেশনায় উপজেলার মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মচারী ও লিফগন কর্মকান্ডটি বাস্তবায়ন করেন। হাটবাজারে অভিযান পরিচালনা কালে কোন ইলিশ মাছ পাওয়া যায়নি।

মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকান্ড

ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন

গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর ও ভাওয়ালগড় ইউনিয়নে বাস্তবায়িত ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্প-গলদা মিশ্রচাষ প্রযুক্তির প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান করেন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও ক্ষেত্র সহকারী (প্রকল্প)।

চাষির পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ

গাজীপুর মহানগরের নীলের পাড়ায় মোঃ সাইফুল ইসলাম এর পুকুর পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন মোঃ মশিউর রহমান, ক্ষেত্র সহকারী, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর, গাজীপুর সদর।

ভিয়েতনামীজ হোয়াইট পাঙ্গাশ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর পিওর লাইন ব্রুড উন্নয়ন প্রোগ্রামের আওতায় পিওর লাইন ব্রুড হতে প্রাপ্ত ভিয়েতনামীজ হোয়াইট পাঙ্গাশ জাতের পোনা দিয়ে কাপাসিয়ার চাঁদপুর ইউনিয়নের তিলশুনিয়া ০৪ নং সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতি লি. এর চাষি জনাব মাছুমা আক্তার-এর ৬০ শতক পুকুরে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করছে উপজেলা মৎস্য বিভাগ, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখ সিরাজগঞ্জের নিমগাছি হ্যাচারি হতে প্রাপ্ত এ পাঙ্গাশ মাছের পোনা প্রদর্শনীতে অবমুক্ত করেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মো: হারুন-অর-রশিদ।

গত ১৪ অক্টোবর এনএটিপি-২ প্রকল্পের মৎস্য অধিদপ্তর অংগের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট হতে এ প্রদর্শনী পরিদর্শন ও চাষির সাথে মতবিনিময় করতে আসেন সম্মানিত সিনিয়র সহকারি পরিচালক জনাব ফারহানা আহমেদ। তিনি চাষির পুকুরের পরিবেশ এবং চাষির সাথে আলাপচারিতায় প্রদর্শনীটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি উপজেলা মৎস্য টীমকে নিবিড়ভাবে প্রদর্শনীটি মনিটরিং করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

তেলাপিয়া মাছের প্রদর্শনী পরিদর্শন ও নমুনায়ন

গত ২৩ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি. ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তিসেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের চাষ প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: হারুন-অর-রশিদ।

এ সময় চাষির পুকুরের পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি দেখা হয়। পাঁচ মাসে গড় ওজন পাওয়া যায় ৪০০ গ্রাম। চাষি অত্যন্ত আন্তরিক ও পরিশ্রমী তবে তার স্ত্রী আরো বেশী মাছ চাষে আগ্রহী।

চাষি মো: শাহজাহান তার পুকুরের উৎপাদনে অত্যন্ত খুশি। তিনি প্রথমবারের মত তেলাপিয়া চাষ করেন এবং ফলাফল দেখে ভবিষ্যতেও তা চালিয়ে যাবেন বলে উল্লেখ করেন।

শ্রীপুরে প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন

তেলাপিয়া (মনোসেক্স) প্রদর্শনী, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, প্রহলাদপুর ইউঃ শ্রীপুর পরিদর্শন ও নমুনায়ন।

মৎস্যচাষিদের পরামর্শ প্রদান ও পুকুরের পানি পরীক্ষা

কালীগঞ্জ উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারন প্রকল্পে স্থাপিত প্রদর্শনী পরিদর্শন, পুকুরের পানি পরীক্ষা ও মৎস্য চাষীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

বন্ধুচাষির পুকুর পরিদর্শন এবং তাদের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক দিক আলোচনা করা হয়।

কাপাসিয়ায় পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষা

পুকুরে মাছের উৎপাদন বাড়াতে মাটি ও পানির গুণাগুণ ঠিক রাখার বিকল্প নেই। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৭ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি. উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক এ ব্যতিক্রমী মাটি ও পানি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।

তরগাঁও ইউনিয়নের চিনাডুলি গ্রামে স্থানীয় মৎস্যচাষিদের পুকুরের পানি পরীক্ষা করেন উপজেলা মৎস্য টীমের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা এবং তাদেরকে সহযোগিতা করেন মৎস্য দপ্তরের ক্ষেত্র সহকারি ও স্থানীয় লিফ। চাষিদের পুকুরের পানি পরীক্ষার পর প্রত্যেক চাষির পুকুরের বর্তমান অবস্থা ও পানি পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করেন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা। চাষিরা এ ধরণের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং প্রতি মাসেই তা চলমান রাখার অনুরোধ করেন।

শ্রীপুরে পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষা

Rose Garden/বাগান বাড়ি, লোহাগাছ, শ্রীপুর এর পুকুর পরিদর্শন ও পানি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: আশরাফুল্লাহ, শ্রীপুর, গাজীপুর ।

কালিয়াকৈর এ পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষা

পুকুরে মাছের উৎপাদন বাড়াতে পানির গুনাগুন ঠিক রাখার বিকল্প নেই। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক পানি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। ঢালজোড়া, কালিয়াকৈর, গাজীপুর গ্রামে স্থানীয় মৎস্যচাষিদের পুকুরের পানি পরীক্ষা করেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ সলিমুল্লাহ্ এবং তাদের সহযোগিতা করেন মৎস্য দপ্তরের ক্ষেত্র সহকারী ও স্থানীয় লিফ।

শ্রীপুরে বিল নার্সারি স্থাপন

বিল নার্সারির জন্য স্থান নির্বাচনে উজিলা বিল, প্রহলাদপুর, শ্রীপুর পরিদর্শন করেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: আশরাফুল্লাহ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন-২০১০ বাস্তবায়ন

মৎস্য খাদ্য কারখানা পরিদর্শন

ইয়ন এনিম্যাল হেলথ প্রোডাক্টস লিঃ মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়নের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করা হয়। তাদের ল্যাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মান ও তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যাচাই করা হয়। পরিদর্শন করেন জান্নাতুন শাহীন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার ও ক্ষেত্র সহকারী, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

খাদ্য কারখানায় মোবাইল কোর্ট

কর্নপুর এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি., উজিলাব, শ্রীপুর এ মৎস্য খাদ্য ও পশু-খাদ্য আইন-২০১০ এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ধারা ৭ ও ২০ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান (ফিড মিল) কে ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, উদ্যোগে ও প্রসিকিউটর হিসেবে ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আশরাফুল্লাহ, সহযোগিতায় ছিলেন এস আই কামরুলসহ পুলিশ বাহিনী, এছাড়াও ছিলেন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন

গাজীপুরে নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর চাষ করায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে একজনকে জরিমানা

গাজীপুর মহানগরের মারিয়ালীতে ২টি পুকুরে নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর চাষ করায় ২৬ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি. পুকুর মালিক মোঃ হাসান উদ্দিনকে মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন গাজীপুর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস. এম সাদিক তানভীর। প্রসিকিউশন দায়ের করেন জান্নাতুন শাহীন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার, গাজীপুর সদর। সার্বিক সহায়তায় ছিল অত্র দপ্তরের ক্ষেত্র সহকারীগণ ও আনসার সদস্য।

শ্রীপুরে ইলিশ রক্ষায় মোবাইল কোর্ট

শ্রীপুর উপজেলার বিভিন্ন মাছের আড়ত ও বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। দেশীয় প্রজাতির মাছ ছাড়া কোথাও কোন ইলিশ পাওয়া যায় নি। এধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, প্রসিকিউটর হিসাবে ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর, সহযোগিতায় ছিলেন শ্রীপুর মডেল থানার পুলিশ-টিম ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। বরমী বাজারের বিভিন্ন মাছের আড়ত ও বাজারে অভিযান চালিয়ে কোথাও কোন ইলিশ পাওয়া যায় নি। শুধু দেশীয় প্রজাতির মাছ।

বাজার কমিটি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যথাযথ তদারকি ও নির্দেশনা মেনে চলার জন্য।

পিরানহা মুক্ত কাপাসিয়া বাস্তবায়ন

বাজারে নিষিদ্ধ ঘোষিত একটি মাছও থাকবে না। কাপাসিয়া মৎস্য টীমের এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন বাজারে অভিযান চলছে।

কোন ইলিশ মাছ পাওয়া যায়নি। তবে গতকাল ০৬/১০/২১ বারিষাব বেলতলি বাজার থেকে একটি পিরানহা (২ কেজি) জব্দ করে এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। বিক্রেতাকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে তার কাছ থেকে মুচলেকা গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য কাপাসিয়ার সীমান্তবর্তী বাজারসমূহে উপজেলা মৎস্য টীমের মোবাইল নম্বর দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত রাক্ষুসে স্বভাবের এ বিদেশি মাছটি কোনভাবে আমাদের মুক্ত জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়লে আমাদের দেশীয় মাছের প্রজাতি মারাত্নক হুমকির সম্মুখিন হবে। সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় অভিযান চলছে, চলবে.....

হাট বাজার পরিদর্শন এবং মৎস্য আইন বাস্তবায়ন

উপজেলা মৎস্য দপ্তর, কালীগঞ্জ, গাজীপুর কর্তৃক উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মৎস্য আইন বাস্তবায়নে অভিযান পরিচালন করা হয়। হাট বাজারগুলিতে কোন আইন বহির্ভূত কোন দ্রব্যাদি পাওয়া যায়নি। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর এর নির্দেশনায় ইউনিয়ন পর্যায়ে লীফ ও মাঠ পর্যায়ে কর্মচারী কর্তৃক কর্মকান্ডটি বাস্তবায়িত হয়।

কাপাসিয়ায় ম্যাজিক জাল ধ্বংস করতে মোবাইল কোর্ট

মৎস্য সম্পদের জন্য মারাত্নক ক্ষতিকর নিষিদ্ধ ঘোষিত চায়না ম্যাজিক জাল ধ্বংস করতে উপজেলা মৎস্য বিভাগের ব্যবস্থাপনায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন, কাপাসিয়া। উপজেলার ঘাগটিয়া ইউনিয়নের সালদৈ এলাকার মাদুলী বিলে সকাল ০৭:০০ হতে শুরু করে বেলা ১১:০০ টা পর্যন্ত চলমান এ মোবাইল কোর্টে ১৩ টি নিষিদ্ধ চায়না ম্যাজিক জাল জব্দ করা হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এ.কে. এম গোলাম মোর্শেদ খান এর উপস্থিতিতে উপজেলা পরিষদ চত্বরে তা পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

Financial Post বাংলা

কাপাসিয়ায় পুড়িয়ে ফেলা হলো ১৩ টি নিষিদ্ধ চায়না ম্যাজিক জাল

হাসিব খান, গাজীপুরঃ || ২০২১-১০-২৭ ২৩:৩৮:৩৩

মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১১ বাস্তবায়ন

মৎস্য হ্যাচারি পরিদর্শন

মৎস্য উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভালো মানের সীড (পোনা) ও ফিড। পোনার গুনগত মান ভাল না হলে সব কিছু করার পরও চাষিকে লোকসান গুনতে হতে পারে। মৎস্য অধিদপ্তর পোনার গুনগত মানের ব্যাপারে আপোসহীন এবং অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে রয়েছে। পোনার গুনগত মান নিশ্চিত করতে সরকার মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনে ১ বছরের কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

হ্যাচারি আইন বাস্তবায়নে কাপাসিয়ার ছোয়া ফিশারিজ এন্ড হ্যাচারি লি. নামীয় একমাত্র মনোসেক্স তেলাপিয়ার হ্যাচারির উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: হারুন-অর-রশিদ। এ সময় তিনি হ্যাচারি শেড ও তার ব্যবস্থাপনা, ব্রুড মাছের পুকুর, ট্রিটমেন্ট পুকুর, ব্যবহৃত হরমোন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থসমুহ দেখেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। হ্যাচারি পরিদর্শনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন হ্যাচারি ম্যানেজার জনাব ড. রফিকুর রহমান। হ্যাচারি হতে গত মাসে ৭,৩৪,১৫০ টি মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা বিক্রি হয়।

পোনা অবমুক্তকরণ কর্মকান্ড

গাজীপুর সদর উপজেলায় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১০ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি. গাজীপুর সদর উপজেলার ২ টি প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক ও পুলিশ লাইন্স পুকুরে ১৪১ কেজি রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা। আরো উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য অফিসার, গাজীপুর, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর সদর, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর, সহকারী বন রক্ষক, সাফারি পার্ক ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

মাছ চাষিদের সফলতার গল্প

সফল চাষি মোঃ মোস্তফা কামাল-এর হাসির উৎস্য-রুপালী মৎস্য

সুস্থ সবল ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভবনায় মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। বলা যায় এ দেশের আর্থসামজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১-এ উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । ফলশ্রুতিতে মৎস্য সেক্টরে অর্জিত হয়েছে দৃশ্যমান সাফল্য। বৈশ্বিক পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ এখন স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণে ৩য় এবং চাষের মাছ উৎপাদনে ৫ম অবস্থানে । দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বেকারত্ব দূর হয়েছে সম্প্রসারণ হয়েছে নতুন নতুন প্রযুক্তির। এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে দেশের প্রান্তিক চাষিরা স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদন করে আজ তারা

অনেকেই সফল। মাছ চাষ করে অভিশপ্ত বেকার জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া এমনি এক মৎস্যচাষির সফলতার গল্প তুলে ধরা হলো।

মোঃ মোস্তফা কামাল গাজীপুর জেলার অন্তর্গত কাপাসিয়া উপজেলাধীন রায়েদ ইউনিয়নের হাইলজোড় গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তারা ০৩ (তিন) ভাই ও ০৩ (তিন) বোন। তিনি পিতা মাতার ৪র্থ সন্তান। পিতা মফিজ উদ্দিন ছিলেন আর্থিক ভাবে সচ্ছল কিন্তু ছেলেদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন।

জনাব মো: মোস্তফা কামাল বিগত ১৯৯০ সালে এসএসসি পাস করলেও ১৯৯২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। আর পড়ালেখা চলমান রাখতে পারলেন না। সেসময় ড্যানিডা প্রকল্পের কর্মকর্তা জনাব মো: আলমগীর হোসেন সাহেবের সার্বিক পরামর্শে ৫০ শতক জমি লিজ নিয়ে মাছচাষে মনোনিবেশ করেন। ১৯৯৪ সালে মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, টঙ্গী হতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০৩ (তিন) মাস মেয়াদী মৎস্যচাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে উপজেলা মৎস্য অফিস ও ড্যানিডা প্রকল্পের কর্মকর্তার পরামর্শে মাছ চাষে এগিয়ে চলছেন। এরপর থেকে আর তাকে পেছনে তাকাতে হয়নি। তিনি উপজেলা মৎস্য অফিস হতে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে খামারে আধুনিক পদ্ধতি কই, শিং, মাগুর, গুলশা ও পাবদা মাছের চাষ করেন। তাঁর নিজস্ব মালিকানাধীন কোন পুকুর না থাকলেও উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে লীজকৃত পুকুরে মাছ চাষ করে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সফল মাছচাষী হিসেবে এ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বার পুরস্কৃত হয়েছেন।

বেকার জীবন হতে মুক্ত হতে তিনি নিজ অর্থ ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তাঁর খামারের আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি করছেন। বর্তমানে তাঁর খামারের আয়তন ৩.৫০ হেক্টর (জলায়তন: ৩:২৪ হেক্টর) এবং পুকুরের সংখ্যা ০৬ (ছয়) টি। তিনি খামারে কার্প মিশ্র মাছের চাষ করেন এবং কার্পের সাথে সাথী ফসল হিসেবে গুলশা, পাবদা, ও শিং মাছ চাষ করেন। বর্তমানে খামারে তাঁর নিজস্ব ২৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ রয়েছে।

তাঁর মাছ চাষের আয় থেকে দুই ছেলের লেখাপড়ার পাশাপাশি সংসারের যাবতীয় খরচ মেটান। তিনি সরকারি মৎস্যবীজ

উৎপাদন খামার, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ; ঝলক হ্যাচারী, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ এবং ধলা আদর্শ হ্যাচারি, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ থেকে পোনা সংগ্রহ করেন । ২০২০ খ্রি: সালে সর্বমোট উৎপাদন হয়েছে ২৫.১৫ মে.টন এই উৎপাদিত মাছ থেকে তার নিট লাভ হয়েছে ৫.১৮ লক্ষ টাকা।

সেখানে ৫ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পাশাপাশি ১০ টি পরিবার পরোক্ষভাবে সুফলভোগী। সফল চাষি হওয়ায় তিনি এনএটিপি প্রকল্পের একজন লিফ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁর খামার পরিদর্শনে আসেন।

তিনি মাছ চাষের মৌলিক বিষয় যেমন পুকুর প্রস্তুতি, পোনা নির্বাচন, পোনা মজুদ, পুকুরের পানির গুনাগুন ঠিক রাখা, মাছকে খাবার প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞ। উপজেলা মৎস্য অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত এনএটিপি-২ প্রকল্পের লিফ ও সিআইজিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি মাছচাষ বিষয়ে অনেক গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি তাঁর ইউনিয়নের চাষিদেরকে নিয়মিত মাছচাষের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। রায়েদ ইউনিয়নে মৎস্যচাষি মোস্তফা কামাল এক অতিপরিচিত নাম। তাঁর পরামর্শে ও কর্মে উৎসাহিত হয়ে অনেকেই এখন মাছচাষে ঝুঁকেছেন এবং অভিশপ্ত বেকার জীবনের ইতি টানছেন। তিনি একজন সচেতন মাছ চাষি। ভাল ফলন পেতে তিনি বিশ্বস্ত সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারি হতে মাছের রেনু/পোনা সংগ্রহ করেন। তিনি উন্নত মানের খাদ্য উপকরণ, ভিটামিন, মিনারেল্‌স্‌ ব্যবহার করে ভাসমান খাদ্য খামারে প্রয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি আধুনিক মাছ চাষের জন্য তাঁর খামারে এ্যারেটর স্থাপন করেছেন।

জনাব মো: মোস্তফা কামাল একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, উদ্যমী এবং পরিশ্রমী মৎস্যচাষী। তার মাছ চাষের আগ্রহ ও সাফল্য দেখে এলাকার অনেক বেকার যুবক, কৃষকসহ নানা পেশার লোকজন মাছ চাষে আগ্রহী হচ্ছে। সফল মাছচাষি মোস্তফা কামাল এই এলাকার নতুন মাছচাষিদের কাছে অণুপ্রেরণার পাত্র। মাছ চাষের ফলে নিজের ও এলাকার লোকদের প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে এবং জাতীয় উৎপাদনেও ভূমিকা রাখছে।

মাছের খামার যান্ত্রিকিকরণের সুফল পেয়েছেন কালিয়াকৈর এর মোঃ মোশারফ হোসেন

প্রাচীনকাল থেকেই আমরা শুনে আসছি মাছে ভাতে বাঙ্গালী। খাবার খেতে বসলেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে মাছের কথা। প্রতিদিন একজন মানুষের প্রাণিজ আমিষের ৬৫ গ্রাম প্রয়োজন। যার সিংহভাগ আসে মাছ থেকে। চাষের মাছ উৎপাদনে আমরা ৫ম। আজকে আমরা এরকম একজন সফল মৎস্যচাষির সফলতার গল্প শুনবো যার নাম মো: মোশারফ হোসেন; পিতা: মো: আব্দুর রহিম; জন্ম: ২৬ আগস্ট ১৯৮৭ খ্রি.; গ্রাম: পোড়াটেঙ্গার; ইউনিয়ন: ঢালজোড়া; উপজেলা: কালিয়াকৈর; জেলা: গাজীপুর।

লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকুরির আশায় হন্নে হয়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। কারণ চাকরিটা এদেশে সোনার হরিণতূল্য। অবশেষে ভাবলেন কিছু একটা করা লাগবে। সৎপথে উপার্জনের জন্য তখন মো: মোশারফ হোসেন হিসাববিজ্ঞান বিষয় নিয়ে স্নাতকত্তোর পাস করে অর্থ উপার্জনের কোন পন্থা না পেয়ে যখন যেই ছোট খাটো ব্যবসা করার সুযোগ পায় তাই করে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার পাশাপাশি তাদের একটি পুকুর ছিল। ঐ পুকুরে উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে তিনি মাছচাষ করতেন। তবে তার মাছচাষে তিনি কখনোই বেশী লাভবান হতে পারেননি। তবে তার মাছচাষের উপর বেশ আগ্রহ ছিলো। তার গ্রামে একজন মাছচাষি ছিলেন যিনি বেশ ভালো মাছ উৎপাদন করতো। একদিন তার গ্রামের মো: শাকিল মিয়ার সাথে মাছচাষের আগ্রহের বিষয়টি শেয়ার করেন। তখন মো: শাকিল মিয়া তাকে জানান যে, কালিয়াকৈর মৎস্য অফিসের সহযোগীতার তার এই সাফল্য। তিনি তখন কালিয়াকৈর মৎস্য অফিস এসে তার মাছচাষের আগ্রহের কথা জানান। ২০১৯ সালে তাকে মৎস্য অফিস হতে বিভিন্ন পরামর্শ; উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং তাকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য “সিআইজি ও নন-সিআইজি প্রযুক্তি গ্রহীতা চাষিদের পুকুর পাড়ে দলীয় প্রশিক্ষণ” শীর্ষক প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ

জানানো হয়। সেখানে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তার প্রশিক্ষণে মাছচাষের আদ্যোপান্ত তুলে ধরেন এবং অনান্য মৎস্যচাষিরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। প্রথম মাছচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের পর তার মনে মাছচাষ পদ্ধতির বিজ্ঞান সম্মত ও আধুনিকায়নের ছাপ পড়ে। অত:পর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ ও তদারকিতে নতুন করে মাছচাষ শুরু করেন এবং প্রায়ই মোবাইল ফোনে পরামর্শ নিতেন এবং অফিসে যোগাযোগ করতেন। তার চোখে-মুখে তখন মাছচাষের আশা ও উৎসাহ ফুটে ওঠে। সে একদিনের রাজস্ব খাতের আওতায় মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তাতে তিনি বুঝতে পারেন মাছকে প্রতিদিন দুই বেলা খাবার দিতে হয়, সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সার প্রয়োগ করতে হয়, দুই মাস অন্তর অন্তর চুন প্রয়োগ করতে হয়, ১৫ দিন পর পর হররা ও আচরা টানতে হয় মাছের নমুনায়ন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ পরিমাপ করতে হয়, পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুনাগুণ পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিতে হয়। অত:পর তিনি পরীক্ষামূলকভাবে ২৫ শতাংশের পুকুরে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শে ১টি এ্যারেটর সেট করে কার্প-মিশ্র চাষের কাজ শুরু করেন। ফলে তার প্রতি শতাংশে ৪৫ কেজি করে মোট প্রায় ১১৩০ কেজি মাছ উৎপাদন হয়। সেখানে তার মোট খরচ হয় প্রায় ৯৪০০০/-। এবং তার নীট লাভ হয় ৬৫০০০/- টাকা। যা প্রায় অন্যান্য সাধারণ চাষির নিকট কল্পনাতীত। এরকম ফলাফল পেয়ে মো: মোশারফ হোসেন অত্যন্ত খুশী এবং তিনি পুনরায় ১০০ শতাংশের আরোও একটি পুকুর বাৎসরিক ৭৭০০০/- টাকা লিজ নিয়ে ২টি এ্যারেটর সেট করে কার্প-মিশ্র চাষের কাজ শুরু করেন। এবং নিয়মিত মৎস্য অফিসে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

এবারও তিনি পুকুরে বড় সাইজের পোনা মজুদ করে মাছচাষ করেন। তিনি ভালো কোম্পানির ভাসমান খাবার ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রেও তিনি সফলভাবে ১০০ শতাংশের পুকুর থেকে ৪৬৮০ কেজি মাছ উৎপাদন করেন। যার বাজার মূল্য প্রায় ৬.৫ লক্ষ টাকা। তাতে তার খরচ হয় ৪.৫০ লক্ষ টাকা। সেখানে তার নীট লাভ হয় ২.০০ লক্ষ টাকা। যাতে করে তার মাছচাষের আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। তিনি কার্প-মিশ্র চাষের পাশাপাশি ৬০ শতাংশের আরোও একটি পুকুর বাৎসরিক ৪০০০০/- টাকায় লিজ নিয়ে একটি

ছবি: কালিয়াকৈর উপজেলা পর্যায়ে সফল মৎস্যচাষি হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ।

এ্যারেটর স্থাপন করে মনোসেক্স তেলাপিয়ার সাথে অল্পকিছু কার্প-মিশ্র মাছের পোনা মজুদ করেন। তার মোট উৎপাদন আসে ৪১৫০ কেজি। যার মোট বাজার মূল্য ৫.৩০ লক্ষ টাকা এবং তার মোট খরচ হয় ৪.০০ লক্ষ টাকা। যার ফলে তার নীট মুনাফা আসে ১.৩০ লক্ষ টাকা।এর ফলশ্রুতিতে মাছচাষের সফলতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য তাকে “জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২১” এর আওতায় কালিয়াকৈর উপজেলা পর্যায়ে সফল মৎস্যচাষি হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়।

২০২০-২১ অর্থ বছরে কালিয়াকৈর উপজেলা মৎস্য দপ্তর হতে ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তিসেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের একটি প্রদর্শনী দেওয়া হয়। ২০-০৫-২০২১ খ্রি. তারিখে তিনি মনোসেক্স তেলাপিয়ার ৬০০০ পোনা মজুদ করেন (১ কেজিতে তিন হাজার)। পোনা ছাড়ার পর তিনি নিয়মিত ২ বেলা সম্পূরক খাবার দিচ্ছেন ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে অন্যান্য পরিচর্যা করে আসছেন। বর্তমানে তেলাপিয়ার গড় ওজন ৫৫০ গ্রাম।

বর্তমানে এলাকায় তার ভালো মাছ চাষি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক মাছ চাষি তার খামার পরিদর্শন করছে এবং তার নিকট হতে মাছচাষের ভালো ফলনের কলা-কৌশল সম্পর্কে জানার জন্য তার সাথে যোগাযোগ করে। ক্রমান্নয়ে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি আর্থিক সচ্ছলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একজন মৎস্য চাষী হিসেবে তিনি মাছ উৎপাদনে যে সফলতা অর্জন করেছেন তার ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখতে চান এবং পরবর্তীতে আরো পুকুর লিজ নিয়ে মাছচাষের পরিধি বাড়াতে চান। এভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখতে চান।

শীতকালীন মাছের পরিচর্যা

১. পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে,

২. শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করতে হবে,

৩. সার প্রয়োগ বন্ধ ও খাবার প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে,

৪. প্রয়োজন ছাড়া পুকুরে জাল টানা যাবেনা, প্রয়োজনে জাল কড়া রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করতে হবে,

৫.খাদ্যের সাথে ভিটামিন সি ও মাল্টিভিটামিন প্রতি কেজি খাবারের সাথে ৪ গ্রাম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে,

৬. ভাসমান খাদ্য প্রয়োগ করা ভাল,

৭. ভোরে নলকূপের গরম পানি দিতে হবে,

৮. বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।